ণিজন্ত ধাতু
(Causative Verbs)

হেতু অর্থাৎ স্বতন্ত্র কর্তার প্রযোজক = ণিজন্ত ধাতুর কর্তা (agent of the causative verb) তাহার ব্যাপার প্রেরণাদি।

১। **হেতুমতি চ** (৩।১।২৬)—কাহাকেও কোন কার্যে নিযুক্ত বা প্রবর্তিত করাকে প্রেরণ বলে। প্রেরণ অর্থে ধাতুর উত্তর ণিচ্ হয়। ণিচ্ এর ণ্ চ্ ইৎ, ই থাকে। যথা, পচন্তং জনং প্রেরয়তি—পচ্ + ণিচ্ = পাচি—পাচয়তি, পশ্যন্তং প্রেরয়তি,—দৃশ্ + ণিচ্ = দর্শি—দর্শয়তি ; কুর্বন্তং জনং প্রযুঙ্‌ক্তে—কৃ + ণিচ্ = কারি—কারয়তি। **হেতু = প্রযোজক কর্তা।**

২। **ণিচশ্চ** (১।৩।৭৪)—ক্রিয়ার ফল **কর্তৃগামী** হইলে ণিজন্ত ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ এবং **পরগামী** হইলে ধাতুর উত্তর পরস্মৈপদ হয়। ইহার ফলে **কার্যতঃ** ণিজন্ত ধাতু (বিশেষ বিধান না থাকিলে) **উভয়পদী** হইয়া থাকে। আত্মনেপদে প্রয়োগ থাকিলেই 'ক্রিয়াফল কর্তৃগামী' এইরূপ বলা হয়। কলাপ প্রভৃতি পরবর্তী ব্যাকরণসমূহে 'ণিজন্ত ধাতু উভয়পদী হয়' এইরূপই বিহিত হইয়াছে।

৩। **তৎ-প্রযোজকো হেতুশ্চ** (১।৪।৫৫)—ক্রিয়াসম্পাদনকারী কর্তাকে **যে ঐ কার্য করিতে প্রবর্তিত করে**, তাহাও কর্তৃকারক। **ইহাকে প্রযোজক কর্তা বা হেতুকর্তা এবং যাহাকে প্রবর্তিত করে তাহাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে।** **'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া'** এই সূত্র অনুসারে প্রযোজক কর্তায় সাধারণতঃ তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, রামঃ অযোধ্যাং ত্যজতি—(ণিজন্ত) কৈকেয়ী রামেণ অযোধ্যাং ত্যাজয়তি। ব্রাহ্মণঃ অন্নং পচতি—(ণিজন্ত) নৃপঃ ব্রাহ্মণেন অন্নং পাচয়তি। **পরবর্তী সূত্র ও বার্তিকাদি (৪ক—জ) কারক-প্রকরণের।**

৪। **গতি-বুদ্ধি-প্রত্যবসানার্থ-শব্দকর্মাকর্মকাণাম্ অণিকর্তা স নৌ** (১।৪।৫২)—গমনার্থক, বোধার্থক, ভোজনার্থক, শব্দকর্মক (শব্দাত্মক বেদাদিগ্রন্থ যাহার কর্ম) ও অকর্মক ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্ত অবস্থায় কর্মকারক হয়। যথা, **গমনার্থক**, ভৃত্যঃ গ্রামং গচ্ছতি = প্রভুঃ ভৃত্যং গ্রামং গময়তি ; রামঃ প্রীতিং গচ্ছতু—ত্বং রামং প্রীতিং গময় (প্রাপ্ত্যর্থক,

প্রাপ্ত্যর্থক ধাতু গমনার্থকের অন্তর্ভুক্ত)। **বোধার্থক,** শিষ্যো ধর্মং বুধ্যতে—গুরুঃ শিষ্যং ধর্মং বোধয়তি। **ভোজনার্থক,** বালকঃ অন্নং ভুঙ্‌ক্তে—মাতা বালকম্ অন্নং ভোজয়তি; **শব্দকর্মক**[১], বটুঃ বেদম্ অধীতে—আচার্যঃ বটুং বেদম্ অধ্যাপয়তি ; বালকঃ পুস্তকং পঠতি—শিক্ষকঃ বালকং পুস্তকং পাঠয়তি ; রামঃ শব্দং শৃণোতি—স রামং শব্দং শ্রাবয়তি। **অকর্মক,** শিশুঃ হসতি—মাতা শিশুং হাসয়তি ; বৃদ্ধঃ শেতে—স বৃদ্ধং শায়য়তি। ইহাদের ণিজন্ত অবস্থার পুনরায় ণিচ্ প্রত্যয়ে কর্তায় তৃতীয়া হয়। যথা, দেবদত্তঃ যজ্ঞদত্তং গ্রামং গময়তি—স দেবদত্তেন যজ্ঞদত্তং গ্রামং গময়তি।

(ক) **নী-বহ্যোর্ন** (বা)—প্রাপ্ত্যর্থক নী ও বহ্ ধাতু গমনার্থের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহাদের অণিজন্তের কর্তা ণিজন্তে কর্ম হয় না। যথা, ছাত্রঃ পুস্তকং নয়তি—শিক্ষকঃ ছাত্রেণ পুস্তকং নায়য়তি। ভৃত্যঃ ভারং বহতি—প্রভুঃ ভৃত্যেন ভারং বাহয়তি। **নিয়ন্তৃ-কর্তৃকস্য বহেরনিষেধঃ** (বা)—সারথি প্রযোজক কর্তা হইলে বহ্ ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্ত অবস্থায় কর্ম হয়। যথা, অশ্বাঃ রথং বহন্তি—সূতঃ অশ্বান্ রথং বাহয়তি।

(খ) **আদি-খাদ্যোর্ন** (বা)—অদ্ ও খাদ্ ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্ত অবস্থায় কর্ম হয় না। যথা, মাতা বালকেন অন্নম্ আদয়তি ; রাজা মুনিনা ফলং খাদয়তি।

(গ) **ভক্ষেরহিংসার্থস্য ন** (বা)—অহিংসার্থক ভক্ষ্ ধাতুর প্রেরণ অর্থে অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্ত অবস্থায় কর্ম হয় না[২]। যথা, ব্রাহ্মণঃ অন্নং ভক্ষয়তি—রাজা ব্রাহ্মণেন অন্নং ভক্ষয়তি। **হিংসা বুঝাইলে কর্ম হয়।** যথা, বলীবর্দাঃ সস্যং ভক্ষয়ন্তি—স বলীবর্দান্ সস্যং ভক্ষয়তি। ক্ষেত্রস্থানাং যবানাং ভক্ষ্যমাণানাং হিংসা জ্ঞেয়া, তস্যামবস্থায়াং তেষাং চেতনত্বাৎ।

---

(১) শব্দকর্মণাম্—শব্দঃ (শব্দময়ঃ গ্রন্থাদিঃ) কর্ম কারকং যেষাং তেষামিত্যর্থঃ। কর্মশব্দোঽত্র কারকপরঃ ন 'কর্তরি কর্ম ব্যতিহারে' ইত্যত্রেব ক্রিয়াপরঃ, কৃত্রিমে কার্যসংপ্রত্যয়াৎ কর্মগ্রহণসামর্থ্যাচ্চ। অন্যথা হি 'গতি-বুদ্ধি-প্রত্যবসান-শব্দার্থাকর্মণাম্' ইত্যেব ব্রূয়াৎ (তত্ত্ববোধিনী)।

(২) অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্ত অবস্থায় কর্ম হয়। ভক্ষ্ ধাতু চুরাদি বলিয়া ইহার উত্তর স্বার্থে ণিচ্ এর পরে পুনরায় প্রেরণ অর্থে ণিচ্ করিলে, অণিজন্ত অবস্থায় কর্তা না থাকায় কর্মত্বের প্রাপ্তি ছিল না। এই জন্যই বুঝিতে হইবে, 'অণৌ' বলিতে প্রেরণ অর্থে ণিচ্ বুঝা ; স্বার্থে ণিচ্ হইলেও উহা প্রকৃতপক্ষে অণিজন্ত।

(ঘ) **জল্পতিপ্রভৃতীনামুপসংখ্যানম্** (বা)—জল্পতি, ভাষতে, বিলপতি প্রভৃতি শব্দকর্মক (শব্দঃ কর্ম কর্মকারকং যস্যেতি বহুব্রীহিঃ) নহে, তথাপি ইহাদের অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্ত অবস্থায় কর্ম হয়। যথা, বালকঃ ধর্মং জল্পতি—দেবদত্তঃ বালকং ধর্মং জল্পয়তি। শিষ্যঃ পাঠং ভাষতে—গুরুঃ শিষ্যং পাঠং ভাষয়তি। দেবদত্তঃ বিলপতি—যজ্ঞদত্তঃ দেবদত্তং বিলাপয়তি।

(ঙ) **দৃশেশ্চ** (বা)—দৃশ্ ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা, ণিজন্ত অবস্থায় কর্ম হয়। যথা, শিশুঃ চন্দ্রং পশ্যতি—মাতা শিশুং চন্দ্রং দর্শয়তি।

সূত্রে জ্ঞানসামান্যার্থানামেব গ্রহণং, ন তু তদ্বিশেষার্থানাম্। তেন স্মরতিজিঘ্রতীত্যাদীনাং ন কর্মত্বম্—'*গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থ—*' এই সূত্রে 'বুদ্ধ্যর্থক' শব্দদ্বারা যাহাদের অর্থ সাধারণভাবে **'জানা'** সেই সকল ধাতুকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। গৌণভাবে **জ্ঞানার্থক** ধাতু গৃহীত হয় নাই। সেইজন্য স্মরতি (স্মরণকরে), জিঘ্রতি (ঘ্রাণ নেয়) প্রভৃতি ধাতুর কর্তা ণিজন্ত অবস্থায় কর্ম হয় না। যথা, শিশুঃ মাতরং স্মরতি—স শিশুনা মাতরং স্মারয়তি। বালিকা পুষ্পং জিঘ্রতি—স বালিকয়া পুষ্পং ঘ্রাপয়তি। **স্মরণ, ঘ্রাণ প্রভৃতি বিশেষ রকমের জ্ঞান।**

(চ) **শব্দায়তে র্ন** (বা)—শব্দায় এই নামধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্ত অবস্থায় কর্ম হয় না। শব্দং করোতি = শব্দায়তে। এইরূপে কর্ম অন্তর্ভূত হওয়ায় ইহা অকর্মক[১]। এইজন্য ইহার কর্তার ণিজন্ত অবস্থায় কর্মত্বপ্রাপ্তি ছিল। যথা, দেবদত্তঃ শব্দায়তে—স দেবদত্তেন শব্দায়য়তে। দেশ কাল প্রভৃতি ভিন্ন যাহাদের কর্ম হয় না, গতিসূত্রে অকর্মক বলিতে তাহাদেরই গ্রহণ।

(ছ) **হৃ-ক্রোরন্যতরস্যাম্** (১।৪।৪৩)—হৃ ও কৃ-ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্ত অবস্থায় বিকল্পে কর্মকারক হয়। যথা, ভৃত্যঃ কটং হরতি—দেবদত্তঃ ভৃত্যেন ভৃত্যং বা কটং হারয়তি ; ভৃত্যঃ কার্যং করোতি—প্রভুঃ ভৃত্যেন ভৃত্যং বা কার্যং কারয়তি।

---

(১) তথাচোক্তম্— **ধাতোরর্থান্তরে-বৃত্তে ধাত্বর্থেনোপসংগ্রহাৎ।**
প্রসিদ্ধেরবিবক্ষাতঃ কর্মণোঽকর্মিকা ক্রিয়া॥

(জ) **অভিবাদি-দৃশোরাত্মনেপদে বেতি বাচ্যম্** (বা)—অভি-পূর্বক বদ্-ধাতু ও দৃশ্-ধাতু ণিজন্ত অবস্থায় আত্মনেপদে প্রযুক্ত হইলে প্রযোজ্য কর্তা, বিকল্পে কর্মকারক হয়। যথা, পুত্রঃ দেবম্ অভিবদতি—পিতা পুত্রং পুত্রেণ বা দেবম্ অভিবাদয়তে ; শিশুঃ চন্দ্রং পশ্যতি—মাতা শিশুং শিশুনা বা চন্দ্রং দর্শয়তে। পরস্মৈপদে বিকল্পে হয় না। যথা, পিতা পুত্রেণ দেবম্ অভিবাদয়তি ; মাতা শিশুং চন্দ্রং দর্শয়তি।

এই সূত্রগুলি সম্বন্ধে **সরল প্রাচীন কারিকা** যথা—

গমনাহার-বোধার্থ-শব্দার্থাকর্মধাতুষু।
অণিজন্তেষু যঃ কর্তা স্যান্‌ণিজন্তেষু কর্ম তৎ॥১॥
ন নী-খাদ্যদি-শব্দায়-ক্রন্দ হ্বাঃ কর্তৃকর্মকাঃ।
তথা ভক্ষিরহিংসায়াং বহোঽসারথিকর্তৃকঃ॥২॥
হ্ব-ক্রোরপি তথা কর্তা ণিজন্তে কর্ম বা ভবেৎ।
অভিবাদি-দৃশোরেবমাত্মনে বিষয়ে পরম্॥৩॥

১। গমনার্থ, আহারার্থ, বোধার্থ, শব্দার্থ ও অকর্মক ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্ত অবস্থায় কর্ম হয়। ২। কিন্তু নী, খাদ্, অদ্, শব্দায়্, ক্রন্দ্, হ্বে[১], অহিংসার্থক ভক্ষ্ এবং সারথিভিন্ন কর্তৃপদবিশিষ্ট বহ্ ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্ত অবস্থায় কর্ম হয় না। ৩। হ্ব-ধাতু, রু-ধাতু এবং আত্মনেপদে অভি-বদ্ ও দৃশ্-ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্ত অবস্থায় বিকল্পে কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।[২]

---

(১) এখানে ক্রন্দ্ ও হ্বে ধাতু সম্বন্ধে নিষেধ নিষ্প্রয়োজন, কারণ ইহারা 'শব্দঃ কর্মকারকং যস্য' এইরূপ ব্যাখ্যাবশতঃ শব্দকর্মকের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

(২) কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, শ্রু, গ্রহ্ ও দৃশ্ ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্ত অবস্থায় কর্মকারক হয়। ইহাদের মধ্যে শ্রু-ধাতু শব্দকর্মক বলিয়া এবং দৃশ্-ধাতু বোধার্থক বলিয়া ইহাদের সম্বন্ধে ঠিকই কথিত হইয়াছে। কিন্তু অনেকের মতেই গ্রহ্ ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্ত অবস্থায় কর্মকারক হয় না। ইহাদের মতে **'অজিগ্রহত্তং জনকো ধনুত্তং'** এইরূপ ভট্টিপ্রয়োগ এবং **'অযাচিতারং ন হি দেবদেবমদ্রিঃ সুতাং গ্রাহয়িতুং শশাক'** এইরূপ কালিদাস-প্রয়োগে **বোধার্থ-বশতঃ কর্মকারক** হইয়াছে। যথা, তং ধনুঃ **অজিগ্রহৎ** = তং ধনুঃ **গ্রাহ্যত্বেন বোধিতবান্**। সুতাং গ্রাহয়িতুম্ = সুতাম্ **উদ্বাহ্যত্বেন বোধয়িতুম্**। সুতরাং সাধারণতঃ ণিজন্ত গ্রহ্ ধাতুর কর্তা কর্মকারক হয় না।